সংবাদ প্রতিদিন

কলকাতা ◆ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ শনিবার ৩১ ভাদ্র ১৪১২ ◆ ২.৫০ টাকা ◆ আট পাতা ◆ সঙ্গে চারপাতার উপহার ◆ মোট বারো পাতা
www.sangbadpratidin.net Published simultaneously from Kolkata, Siliguri, Ranchi & Barjc

সহযোগ

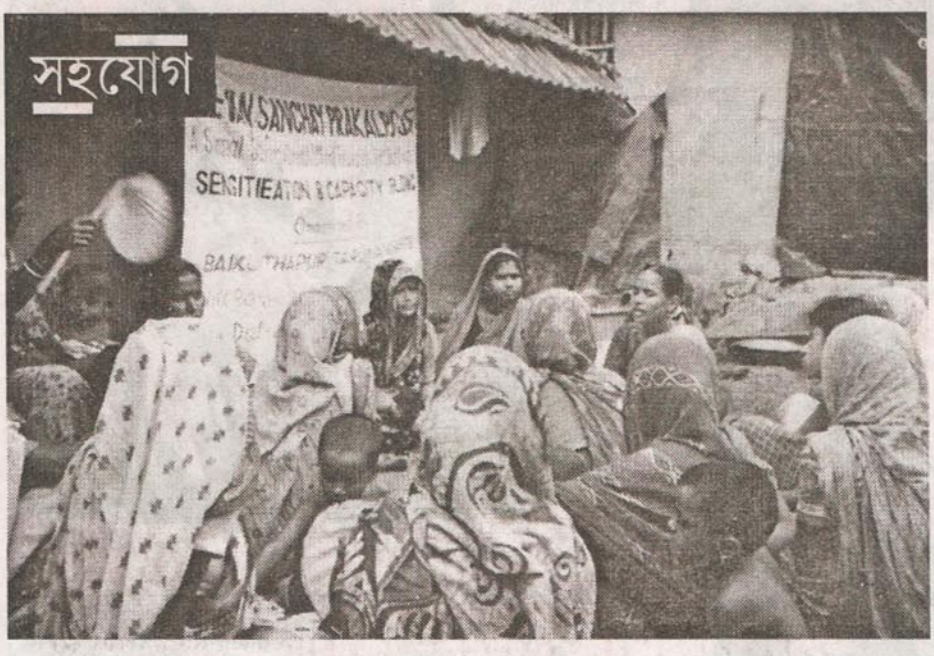

২০০০ গ্রামীণ মহিলা স্বনির্ভর হয়েছেন

সুন্দরবনের বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সঙ্ঘ এমনই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য নানা প্রকল্প রয়েছে এখানে। লিখেছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী

শহুরে সভ্যতা থেকে অনেক দূরে, জীবনের গতি যেখানে রুদ্ধপ্রায় বলে মনে হয়, যেখানে নেই কোনও বিজলিবাতির চোখ রাঙানো ঝলক কিংবা ঝাঁ চকচকে কোনও একটি প্রাঙ্গণ, কোনও একটি হাসপাতাল অথবা একটি বিনোদন কেন্দ্র, তেমনই একটি দ্বীপ কুলতলির মৈপিঠ বৈকুণ্ঠপুর। হাজারো সভ্যতার মাঝে যেখানে মানুষের আপদ-বিপদে, স্বেচ্ছাসেবার অঙ্গনে রয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সঙ্ঘ বা বিটিএস। ১৯৮২-'৮৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নানা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এই উন্নয়ন সংস্থাটি এগিয়ে চলেছে আগামিদিনের একগুচ্ছ সমাজসেবার স্বপ্ন নিয়ে। কথা প্রসঙ্গে সংস্থার কর্ণধার সুশান্ত গিরি জানালেন, দেশি-বিদেশি দাতা-সংগঠনের আর্থিক সহযোগিতায় সংস্থার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের গতি রয়েছে অব্যাহত। সংস্থার প্রধান কাজকর্মের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সুস্থায়ী কৃষিকাজ, সমষ্টি সংগঠন, মহিলাদের স্বল্পসঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণপ্রকল্পের ব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্য।

দ্বীপাঞ্চলের বঞ্চিত, দুঃস্থ শিশুরা, যারা পড়াশোনা ছেড়ে পারিবারিক কাজকর্ম অথবা শিশুশ্রমিকের কাজে লিপ্ত; নদীতে চিংড়িমাছের পোনা ধরা অথবা গৃহভৃত্যের কাজে যুক্ত, এমন ধরনের প্রায় তিন শতাধিক শিশুর জন্য এখানে গড়ে তোলা হয়েছে একটি প্রাথমিক স্কুল বিটিএস পাঠভবন। বিদ্যালয়টিকে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ-বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চমশ্রেণির অধ্যয়ন শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও চলছে ছয়টি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, যেখানে রয়েছে ১৫০-এর বেশি শিশু, যাদের বয়স ২-৬ বছর। এসবের সহযোগিতায় আমেরিকার আশা ফর এডুকেশন ও ভিভা নামক দুটি দাতা সংগঠন।

সুশান্তবাবু আরও জানালেন, বিটিএস শিশুশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থায়ী কৃষিকাজও করতে প্রয়াসী। এমব্যাসি অফ আয়ারল্যান্ড ও পিপিআই নামক দুটি সংস্থার সহযোগিতায় শুরু হয়েছে মিশ্র প্রথায় কৃষিকাজ, যা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পথ দেখাচ্ছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়া এই চাষ পদ্ধতিতে পুষ্টি বাগান প্রকল্প ও ক্ষুদ্র খামার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। যুক্ত হয়েছেন প্রায় ২০০০ গ্রামীণ মহিলা ও ৪৫০ জন ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিভাই। গড়ে ওঠার অপেক্ষায় একটি কৃষি সম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্র বা অ্যাগ্রো রিসোর্স সেন্টার, যা চাষিদের দিচ্ছে সমসাময়িক পেশাদারি প্রশিক্ষণ, নতুন প্রযুক্তি, কৃষিঋণ ও স্বল্পমূল্যে কৃষি সরঞ্জাম। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে হার্বাল প্ল্যান্টস বা ঔষধি গাছের উপর। তৈরি করা হয়েছে বিশেষ ধরনের বাগানও। লক্ষ্য হাসপাতালবিহীন এহেন দ্বীপাঞ্চলের মানুষদের প্রাচীন আয়ুর্বেদ প্রথায় শামিল করানো, যাতে তাঁরা প্রয়োজনে ঔষধি গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে সাময়িক রোগ-ব্যাধি থেকে কিছুটা উপশম পেতে পারেন। হাসপাতালহীন এহেন একটি দ্বীপাঞ্চলে বিটিএস তৈরি করছে একটি গ্রামীণ চিকিৎসাকেন্দ্র বিটিএস গ্রামীণ হাসপাতাল। চলছে প্রাথমিকপর্বের কাজ, গৃহ তৈরি ও উন্নয়নের ব্যবস্থাপনা। তৈরির প্রাথমিক পর্বের কাজে আয়ারল্যান্ড সরকারের কিছুটা আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া গেলেও প্রয়োজন যথেষ্ট আর্থিক সাহায্যের। সাহায্যের জন্য বিভিন্ন দাতা সংগঠনের কাছে প্রস্তাবও পাঠানোর কাজ চলছে। অপেক্ষা কোনও দাতা সংগঠনের এগিয়ে আসার। তা হলে উপকৃত হবেন দ্বীপাঞ্চলের হাজার হাজার চিকিৎসাহীন মানুষ। বর্তমানে সংস্থার একটি অ্যাম্বুল্যান্স ও মোবাইল বোট পরিষেবা চালু রয়েছে। কুলতলির প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়াও পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলে মোবাইল বোট পরিষেবার কাজ রয়েছে অব্যাহত।

এসবের পাশাপাশি বিটিএসের বিশেষ উদ্যোগ রয়েছে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর বা এসএইচজি গড়ে তোলার কাজে। প্রায় ২৫০ টির মতো স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীতে প্রায় দুই হাজার (২০০০) মহিলা যুক্ত হয়ে স্বল্পসঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। মহিলারা ব্রতী ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে পারিবারিক উন্নতিতে । তাঁদের সকলের সামনে আজ একটি স্বেচ্ছাসেবার অঙ্গন, যার পথিকৃৎ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সঙ্ঘ বা বিটিএস।